চোলাইমুক্ত সমাজ গড়তে বাড়ি বাড়ি অভিযান স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের

সঞ্জীব ঘোষ • গোঘাট

সারা রাজ্যেই মাঝে মাঝে চোলাই মদে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে সাময়িকভাবে প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন ওঠে। কিন্তু এলাকাকে চোলাইমুক্ত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমনভাবে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয় না। তাই এবার গোঘাটে বিভিন্ন স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারাই নিজেদের এলাকাকে চোলাই মুক্ত করার অভিযানে নেমেছেন। গত ১ বছরে গোঘাটের বিভিন্ন এলাকায় এধরনের অভিযান হয়েছে। কখনও বিজলকোনা, কখনও দশঘড়া, আবার কখনও বা আনুড়ে। এবার লাগাতার আন্দোলনে নামলেন কামারপুকুরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী 'আশা সংঘ'-এর অধীন মহিলারা। তাঁরা ওই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ধারাবাহিকভাবে চোলাই মদের কারবার বন্ধ করার জন্য পথে নেমেছেন। তাঁদের একটাই দাবি, তাঁদের এলাকায় কোনওভাবে চোলাই মদ তৈরি বা বিক্রি করা যাবে না। তাহলে তাদেরকে গ্রামে থাকতে দেওয়া যাবে না। গ্রামের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অকালে কোনও পুরুষের প্রাণ যেতে দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, গোঘাটের সাতবেড়িয়া, নারায়ণপুর ইত্যাদি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চোলাই মদের রমরমা। প্রায় প্রতি বাড়িতেই রান্নার উনুনেই চোলাই মদ তৈরি হত। তারপর সেই মদ পাড়ার দোকান থেকে শুরু করে আশেপাশের এলাকায় বিক্রি হত। অনেকেই এই চোলাই মদকেই তাদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আশা সংঘের সম্পাদিকা রূপালী সিং জানালেন, তাঁদের গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাই সেই সব সদস্যরা যখনই চোলাই মদ তৈরির খবর দিচ্ছেন তখনই আমরা ছুটে গিয়ে সেখানে অভিযান চালাচ্ছি। আমাদের সাফ কথা, কোনওভাবেই গ্রামে চোলাই মদ তৈরি করা যাবে না। তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, প্রায় তিন দিন ধরে তাঁরা অভিযান চালাচ্ছেন। বাড়ির খাটের নিচে থেকে, রান্নাশালা থেকে এমনকি পুকুরের জল থেকেও ড্রাম ভর্তি চোলাই উদ্ধার করা হচ্ছে। সেই সব চোলাই বের করে এনে প্রকাশ্য রাস্তায় নষ্ট করে দেওয়া হয়। চোলাই বিক্রিকারী মহিলাদেরকে সকলের সামনে শপথ করানো হয় যে তারা আর কখনও গ্রামে চোলাই তৈরি করবে না বা বিক্রি করবে না। এবিষয়ে অভিযানকারীদের পক্ষে বাসন্তী দাস বলেন, গ্রামে মদ ব্যবসা বন্ধ করতেই হবে। পুলিশ পারেনি তো কি হয়েছে! আমরা মদ তৈরি করতে দেব না। এরপরেও কথা না শুনলে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে অভিযান চলাকালীন মদ তৈরিকারী মানবী মণ্ডল, শীলা ভুঁইয়া, চাঁপা ভুঁইয়ারা জানাল, তারা মদ তৈরি করত ঠিকই। তবে এদিন তারা বুঝতে পেরেছে এটা ঠিক নয়। তাই আর মদ তৈরি করবে না বলে কথা দিয়েছে। এমনকি মদ তৈরি করলে গোষ্ঠীর কাছে জরিমানা দেবে বলেও শপথ করেছে। এদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই অভিযানে ভীষণ খুশি এলাকার মানুষজন।

গোঘাটে চোলাই মদ নষ্ট করছেন স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা। ছবি-নিজস্ব

তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মদ তৈরি হওয়ায় সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। প্রশাসনকে বার বার বলেও কোনও কাজ হয়নি। মাঝে মাঝে পুলিশ এলেও তার পরেও মদ তৈরি চলত। তাই এলাকার মানুষকে মদের গন্ধের মধ্যেই দিন কাটাতে হত। এবার মহিলারা পথে নামায় সেই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

গোরু, বাছুর নিয়ে নাজেহাল পুরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ আদালতের নির্দেশে খাটাল সরাতে গিয়ে দুটি গোরু ও একটি বাছুরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চরম বিপাকে হুগলির কোন্নগর পুরসভা। এই গোরু ও বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে রাতের ঘুম চলে গেছে পুরপ্রধান বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের। এই অবলা প্রাণীগুলির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এখন পুরপ্রধান নিজেই দু'বেলা গিয়ে তাদের দেখাশোনা করছে। গোরুকে খাইয়ে দেওয়া, বাছুর মায়ের দুধ খেলো কিনা এই সমস্ত বিষয় নিজে উপস্থিত থেকে নজর রাখছেন। একধারে নাগরিক পরিষেবা অন্যদিকে অবলা জীবের দেখাশোনা করতে গিয়ে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে পুরপ্রধানের। ঘটনার সূত্রপাত ১০ বছর আগে হারান ব্যানার্জী লেনে। এই এলাকারই বাসিন্দা কেদারপ্রসাদ মিশ্র ভালোবেসে বিনা ভাড়ায় তাঁর এক আত্মীয় মনোজ তেওয়ারিকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেন। এই মনোজই ক্রমে বাড়ির ভিতর খাটাল বানিয়ে ফেলে। কেদারপ্রসাদ মিশ্র ও তাঁর ছেলে দেবেন্দর আপত্তি জানালে মনোজ তাঁদের কথা শোনেন না। ৩৮জন ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা থেকে খাটাল সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোন্নগর পুরসভায় অভিযোগ জানান। পুরসভা মনোজকে বার বার গোরুগুলিকে সরিয়ে নিতে বললেও সে অগ্রাহ্য করে। এরপর বাড়ির মালিকের ছেলে দেবেন্দর খাটালের সরানোর জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। অবস্থা প্রতিকূল বুঝে গোরুর মালিক দুটি গোরু বিক্রি করে দেয়। কিন্তু দুটি গোরু ও একটি বাছুর থেকে যায়। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট কোন্নগর পুরসভাকে খাটাল সরানোর নির্দেশ দেয়। পুরসভা বার বার গোরুর মালিককে গোরু নিয়ে যেতে বললেও সে কথা শোনে না। শেষ পর্যন্ত পুরসভা হারান ব্যানার্জী লেনের বাড়ি থেকে দুটি গোরু ও বাছুর হেফাজতে নিয়ে পুরসভার একটি প্রকল্প এরিয়ার মধ্যে রাখে। গোরুর নিয়ম করে খাওয়া দাওয়া, পাথার হাওয়ার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা ও দেখাশোনার জন্য দুটি লোকের খরচ বাবদ প্রতিদিন ৩০০ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে পুরসভার। অথচ গোরুর মালিক তার গোরুও নিয়ে যাচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতিতে রাতের ঘুমে চলে গিয়েছে পুরপ্রধানের। পুরপ্রধান জানিয়েছেন, আমরা মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশকে সম্মান জানিয়ে গোরুর মালিক মনোজ তেওয়ারিকে গোরু সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলি। কিন্তু সে গোরু বসতি এলাকা থেকে না সরানোয় বাধ্য হয়ে গোরুর মালিক বাড়ির মালিক ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে পুরসভা গোরুগুলিকে হেফাজতে নেয় ৪ মার্চ। কিন্তু পশুপালনের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কাছে তাঁরা লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর দপ্তর যেন গোরুগুলিকে হেফাজতে নেন। বর্তমানে এরকম এক অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে পুরসভা। কিন্তু দুশ্চিন্তা যেন সবসময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

রাস্তায় নজরদারিতে জোর ট্রাফিক পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলি জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সুন্দর করে ঢেলে সাজাতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে হুগলি জেলা প্রশাসন। সারা সপ্তাহ জুড়েই তারা জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচী চলছে। শুক্রবার হুগলির তারকেশ্বরে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে সরজমিনে পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা ট্রাফিক কন্ট্রোল ডি এস পি ছাড়াও চন্দননগর এস ডি পি ও, হরিপাল ও তারকেশ্বর সি আই সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৈদ্যপুর চৌমাথা, জয়কৃষ্ণবাজার, ভীমপুর, রামনারায়ণপুর, চাঁপাডাঙ্গা, কাঁড়ারিয়া, চাউলপট্টী ইত্যাদি জায়গা তাঁরা পরিদর্শন করেন। পরে এস ডি পি ও রানা মুখার্জী বলেন, পথ দুর্ঘটনা কমানোর জন্য জেলা পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে একটি হল মানুষকে সচেতন করা। পাশাপাশি যে সমস্ত জায়গায় দুর্ঘটনা বেশি হয় সেই এলাকাগুলি আমরা পরিদর্শন করছি। দুর্ঘটনা কেন হচ্ছে, রাস্তা তৈরির সময় কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা এইসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বহরমপুরে আক্রান্ত তৃণমূল, চন্দননগরে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর পুরসভায় কংগ্রেসের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল। বৃহস্পতিবার পুরপ্রধানের ঘর ভাঙচুর ও তৃণমূল পুর কর্মীদের মারধরের প্রতিবাদে চন্দননগর কর্পোরেশনের তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন কালো ব্যাজ পরে মিছিল করল চন্দননগর শহরে। বড়বাজার স্ট্যান্ড রোড হয়ে কর্পোরেশনের সামনে মিছিল শেষে হয় প্রতিবাদ সভা।

কলেজ ছাত্রীর মৃত্যুতে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। ওই যুবকের নাম প্রত্যুষ গুপ্ত। বাড়ি হুগলির আরামবাগ থানার তেলুয়া গ্রামে। অভিযোগ, ২০১৬ সালে মৌমিতা রায় নামে এক ছাত্রীর আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায় রেললাইনের ধারে মৃত্যু হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৌমিতার বাবা আরামবাগ থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত নেমে কয়েকদিন আগে কুলবাগরা গ্রামের অভি মালিককে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদেরকে জেরা করে বৃহস্পতিবার রাতে মূল অভিযুক্ত প্রত্যুষকে গ্রেফতার করে।

স্বাধীনতার ৭০বছর পর বিদ্যুৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিগত ৩৪ বছর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলেও হুগলির আরামবাগের পূর্বকেশবপুর গ্রামে বেশ কয়েকটি পাড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ওই এলাকাগুলি যাতে বিদ্যুায়ন করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পূর্বকেশবপুরের দাসপাড়া, ভেটিপাড়া ও মাঠপাড়া তিনটি এলাকায় মোট ১১০টি পরিবার হুগলি জেলা পরিষদ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি বার বার জানিয়ে অবশেষে নতুন করে কাজ শুরু হয়। শুক্রবার সেই প্রকল্পের কাজ শেষ করে দুটি ট্রান্সমিটার বসিয়ে এই এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ শুরু হয়। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহেবুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ হারাধন বাগ, আরামবাগ বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার জীবনলাল মল্লিক, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, আরামবাগ পৌরসভার পুরপ্রধান স্বপন নন্দী, মলয়পুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনোয়ারা বেগম ছাড়াও বিগত সরকারকেও জানিয়েছিলাম। কিন্তু মিথ্যা প্রচার করে এলাকাগুলিকে বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। বর্তমান সরকার আসার পরে বিদ্যুতের আলো পেয়ে আমরা খুবই খুশি।

জমে উঠেছে ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী জমিদার রণজিৎ রায়ের দিঘির মেলা

অভিজিৎ মুখার্জী • আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে সারাবছর নানান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে কোনও কোনও উৎসব বহু প্রাচীন। সেগুলির মধ্যে পুরানো ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়ার জন্য বহু মানুষ ভিড় করেন। এমনই একটা উৎসব হল আরামবাগের ডিহিবায়ড়াতে অনুষ্ঠিত রণজিৎ রায়ের দিঘির মেলা। প্রতিবছর চৈত্র মাসের আমবারুণিতে এই মেলার সূচনা হয়। তারপর এই মেলা ১০-১২দিন চলে। যদিও তার রেশ ২০-২৫দিন পর্যন্ত থেকে যায়। জানা গেছে, বাংলার সম্রাট হুসেন শাহের আমল থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এই মেলা কমপক্ষে ৫০০ বছরের পুরানো। কথিত আছে, দেবী দুর্গা তৎকালীন জমিদার রণজিৎ রায়কে স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি দেবীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করলে দেবী তাঁর পরিবারে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে জানান। রণজিৎ রায়ের কন্যা ছোট থেকেই খুব জেদি ছিলেন। একদিন রণজিৎ রায়ের ব্যস্ততার সময় তাঁর কন্যা দিঘিতে স্নান করতে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেন। কিন্তু রণজিৎ রায় রাজি হননি। তখন কন্যা বার বার অনুরোধ করতে থাকলে বিরক্ত হয়ে বাবা বলে দেন, যা। উল্লেখ্য, দেবী দুর্গা স্বপ্নে দেখা দেওয়ার সময় বলেছিলেন যদি কোনও দিন বাড়ি থেকে চলে যেতে বলিস তাহলে আমি চিরকালের মতো তোকে ছেড়ে চলে যাব। এদিনও সেই একই ঘটনা ঘটে। কন্যারূপী দুর্গা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিঘিরপাড়ে গিয়ে সেখানে থাকা শাঁখারিদের কাছে শাঁখা পড়েন। তারপর তখন শাঁখারিরা শাঁখার দাম চাইলে তিনি বলেন, আমি রণজিৎ রায়ের মেয়ে। বাবার কাছ থেকে দাম নিয়ে নিও। শাঁখারিরা রণজিৎ রায়ের বাড়িতে গিয়ে শাঁখার দাম চাইলে তিনি বুঝতে পারেন মেয়ে একেবারের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তখন তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে দিঘিরপাড়ে ছুটে যান। কিন্তু মেয়েকে দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করেন একবার দেখা দেওয়ার জন্য। তখন দিঘির মাঝ থেকে সুসজ্জিত দেবী দুর্গারূপে তাঁর কন্যা হাত তুলে দেখা দেন বলে কথিত আছে। সেই থেকেই দেবী দুর্গার স্মরণে এই দিঘির মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যদিও আগেকারের সেই জৌলুষ এখন আর নেই। তবে দোকানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবছরও কমপক্ষে দুই শতাধিক দোকান বসেছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নাগরদোলনা, খাবারের দোকান, স্টেশনারি দোকান, কাঠের আসবাবপত্র, লোহার সরঞ্জাম ইত্যাদি নানা জিনিসের দোকান বসেছে। তবে একসময়ে এই দিঘির ঐতিহ্য ছিল কাঁচা কলা। যদিও বর্তমানে সেই কলার ঐতিহ্য আর নেই। আগে যেমন অসংখ্য কলার দোকান বসত এখন মাত্র একটি দোকান বসে। তবে এখন দিঘিতে বিভিন্ন ধরনের পাখি বিক্রির রমরমা লক্ষ্য করা যায়। দেশি চন্দনা, পাহাড়ি টিয়া, লালমোহন টিয়া ইত্যাদি। দেশি চন্দনার একটির দাম ৪৫০ টাকা, পাহাড়ি টিয়ার দাম ৩৫০ টাকা। তবে সবচেয়ে দামি লালমোহন টিয়ার। প্রতিটির দাম ৬৩০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য রঙিন পাখি থেকে শুরু করে খরগোশ। এই পাখি বিক্রি বেআইনি হলেও প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও প্রচুর মানুষ কাঠের আসবাবপত্র বিক্রি করছেন। সব মিলিয়ে জমজমাট দিঘির মেলা। আশেপাশে অন্যান্য বড় বড় উৎসবের মাঝেও পুরাতন ঐতিহ্যের জন্য এখনও বহু মানুষ এই মেলায় ভিড় করছেন।

দিঘির মেলায় বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাখি। ছবি- নিজস্ব

ভিড় উপচে পড়ল বাইক শোরুমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ৩১ শে মার্চ যথার্থই ইয়ার এন্ডিং। একদিকে জিও-র ফ্রি অফার এদিনই শেষ হচ্ছে। অন্যদিকে জিও-র প্রাইম মেম্বারশিপ নেওয়ার এদিনই শেষদিন। নোটবন্দির পর এদিনই শেষ দিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পুরানো নোট জমা দেওয়ারও। নোটবন্দির ৫ মাস পরে টাকার জোগান স্বাভাবিক হতেই ধামকা অফার এবার বাইক কেনার। বি এস পি ইঞ্জিন বাতিল হওয়ায় চৈত্র সেলের মতো স্টক ক্লিয়ার করতে অফার ছাড়ে বাইক কোম্পানিগুলি। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় বড় ছাড়ের। আর তাই বাইক শোরুমগুলিতে উপচে পড়েছে ভিড়। যতক্ষণ আর টি ও অফিস খোলা থাকবে ততক্ষণ বাইক বিক্রি হবে। এদিনই রেজিস্ট্রিশনের কাগজ জমা দিতে হবে। জেলার কয়েকটি শোরুমে ইতিমধ্যেই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 'নো স্টক' বোর্ড। বি এস ৪ সহজেই পাওয়া গেলেও এদিনই বি এস ৩ কিনতে ভিড় জমিয়েছেন ক্রেতারা।

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph.03211-256950, Mob.9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান